উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের

বার্ষিক প্রতিবেদন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

৩.০ ভূমিকা :

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি-৪) অর্জন এবং প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাক্ষরতার কোন বিকল্প নেই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন-নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ মহান জাতীয় সংসদে পাস করেছে। এ আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান দান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষ মানবসম্পদে পরিণতকরণ, আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টিকরণ এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরেপড়া শিশুদের শিক্ষার বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি।

বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী দেশের বর্তমান সাক্ষরতার হার (১৫+বয়সী) ৭৫.৬% (বিবিএস ২০২০) ফলে প্রায় ২৪.৪% জনগোষ্ঠী এখনও নিরক্ষর যারা কখনও বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা অত্যন্ত জরুরি।

৩.১ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা :

শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান দান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গত ১৪ এপ্রিল ২০০৫ সালে সরকারি গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩.২ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission) এবং কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র।

রূপকল্প (Vision)

নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ

লক্ষ্য (Mission)

নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান দানের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র :

১) বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ অবারিতকরণ (৪র্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন)।

২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুতর ও কর্মসূচি সম্পর্কে প্রচার।

৩) আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচির ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর ১০% ব্যাক টু স্কুল অথবা শিখন কেন্দ্রে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

৪) আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন।

৫) লার্নিং সেশন পরিচালনা।

৩.৩ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কার্যাবলি: (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪ এর ধারা-১২ অনুযায়ী)

(ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানকারী বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, অংশীদারি বেসরকারি সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, নিয়োগকর্তা বা সংস্থা, উদ্যোগ উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগীতামূলক কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
(খ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্মরত বা আগ্রহী সকল সরকারি সংস্থা, বিভাগ ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিসহ দক্ষতা বৃদ্ধির সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান;
(গ) সকল সরকারি সংস্থা, বিভাগ এবং বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রয়োজনী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য একটি তথ্যভান্ডার এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management Information System) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;
(ঘ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনব্যাপী শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা সাংস্থা উপানুষ্ঠনিকি শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management Information System) এর জন্য যেরূপ তথ্য যে পদ্ধতিতে চাহিবেন সেরূপ তথ্য প্রদান;
(ঙ) বিভিন্ন পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের সহজ অংশগ্রহণের সুযোগ সম্বলিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার যথাযথ বাস্তবায়ন পদ্দতি প্রণয়ন;
(চ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য গবেষনা পরিচালনা, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা;
(ছ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন।

৩.৪ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি :

ক) প্রকল্পের নাম: মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)
Basic Literacy Project (64 Districts)

১.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	
৩.	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	মূল DPP অনুযায়ী (লক্ষ টাকায়)	RDPP অনুযায়ী (লক্ষ টাকায়)
	মোট	৪৫২৫৮.৬২	৪৫৮৭৭.৫৮
	জিওবি	৪৫২৫৮.৬৮	৪৫৮৭৭.৫৮
৪.	প্রকল্পের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৪৩৯৪৭.৮৬	
৫.	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	১২৩৭৮.৫৮	
৬.	অর্থায়নের উৎস	সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) অনুদান	
৭.	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল :	ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত	
৮	প্রকল্প এলাকা	দেশের ৬৪ জেলা নির্বাচিত ২৪৮টি উপজেলা	
৯.	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	➢ দেশের ৬৪ জেলার নির্বাচিত ২৫০ (সংশোধিত ২৪৮)টি উপজেলার ১৫-৪৫ বছর বয়সী ৪৫ লক্ষ (সংশোধিত ৪৪.৬০ লক্ষ) নিরক্ষর ও শিক্ষার সুবিধা বঞ্চিত কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা; ➢ দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ভুমিকা	

		রাখা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, ৭ম-৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং এসডিজি-৪ অর্জন ভূমিকা পালন; ➢ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি ২০০৬, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ বাস্তবায়নে অবদান রাখা; ➢ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থার/প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা; ➢ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতার উন্নয়ন/প্রসার ঘটানো; ➢ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং জিও এনজিও সহযোগিতার বৃদ্ধি করা।	
১০.	প্রকল্পের লক্ষ্য জনগোষ্ঠী	দেশের ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর নারী পুরুষ যাদের বয়স ১৫-৪৫ বছর।	
১১.	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	**<u>১ম ধাপ</u>:** ➢ প্রকল্পের ১ম ধাপে ৬৩টি জেলার প্রকল্পভুক্ত ১৩৪টি উপজেলায় ৩৯,৩৩৪টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩,৬০,০৪০ জন শিক্ষার্থীকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে। ➢ শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। এসেসমেন্ট এজেন্সি (Third Party) কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। **<u>২য় ধাপ</u>:** ➢ প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপে 'মুজিববর্ষ" উপলক্ষ্যে ৬০টি জেলার ১১৪টি উপজেলার নির্ধারিত ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষের ০৬(ছয়) মাস ব্যাপী পাঠদান কার্যক্রম গত ০৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে শুরু হয়ে গত ০৭ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। ৩৫,০০০টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০৫৪৭৬৩ জন শিক্ষার্থীকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে। ➢ কর্ম অঞ্চল ভিত্তিক নিয়োজিত ৪টি Assesment Agency (Third party) এর মাধ্যমে ৩৫ হাজার শিখন কেন্দ্রের ২১ লক্ষ শিক্ষার্থীর অর্জিত পাঠের মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পাঠের অগ্রগতি ৯৭.৮৫ (নারী-৯৮.২০%, পুরুষ-৯৭.৪৯)।	
১২.	অর্জন	➢ মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) এর আওতায় দেশের ৬৪ জেলার নির্বাচিত ২৪৮টি উপজেলায় ১৫-৪৫ বছর বয়সী ৪৪,১৪,৮০৩ জন	

		লক্ষ নিরক্ষর কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক নারী পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে। ➢ প্রকল্পের আওতায় নিরক্ষর নারী পুরুষদের মৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের মাধ্যমে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার নিশ্চিত করা এবং ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং অর্জন নিশ্চিত করতে অবদান রেখেছে।	

(খ) প্রকল্পের নাম: পিইডিপি-৪ এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ Out of School Children কার্যক্রম :

১.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	
৩.		মূল DPP অনুযায়ী (লক্ষ টাকায়)	RDPP অনুযায়ী (লক্ষ টাকায়)
	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	৩২৬০২৮.০২	১৬৩৭৯৫.৯০
	জিওবি	২০৫৯০১.০০	৮৯৩২৫.৫২
	আরপিএ	১১১৮২৭.০০	৭১৯৮৯.৩৭
	ইউনিসেফ প্যারালাল ফান্ড	৮৩০০.০০ লক্ষ	২৪৮১.০১
৪.	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ব্যয়	১২৫৪২.৮৪.০০ লক্ষ	
৫.	অর্থায়নের উৎস	বাংলাদেশ সরকার (জিওবি এবং আরপিএ) ও ইউনিসেফ প্যারালাল ফান্ড	
৬.	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল :	জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩	
৭.	প্রকল্প এলাকা	দেশের ৬৪ জেলার ৩৪৫টি নির্বাচিত উপজেলা এবং ১৫টি শহর এলাকা।	
৮.	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	➢ উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয় বর্হিভূত (ঝরেপড়া এবং ভর্তি না হওয়া) ৮-১৪ বছর বয়সী শিশুদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য দ্বিতীয় বার সুযোগ দেয়া এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মূলধারায় নিয়ে আসা। ➢ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপণের পর কারিগরি/মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।	
৯.	আউট অব স্কুল চিলড্রেন কার্যক্রমের লক্ষ্য জনগোষ্ঠী	৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু (প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরেপড়া এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কখনো ভর্তি না হওয়া শিশু)।	
১০.	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	➢ পিইডিপি-৩ থেকে আগত ১ লক্ষ শিশুর শিক্ষা কার্যক্রম মার্চ ২০২২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। ➢ অবশিষ্ট ৯ লক্ষ শিশুর জন্য গত ১৫ ডিসেম্বর হতে পর্যায়ক্রমে ৫৩টি জেলায় শিখন কেন্দ্রের কার্যক্রম চালু হয়েছে। ➢ এ পর্যন্ত ৬৪ জেলার ৩৪৬টি উপজেলায় এবং ১২টি সিটি কর্পোরেশনসহ ৩টি নির্বাচিত পৌরসভায় মোট ২০৭৩১টি শিখন কেন্দ্র চালু হয়েছে। এ সকল কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৫,৬৫,৯৮৭ জন ঝরেপড়া ও বিদ্যালয় বর্হিভূত শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে।	

৩.৫ বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন :

১৫ আগস্ট ২০২১, জাতীয় শোক দিবস পালন :

প্রতিবছরের মতো ১৫ আগস্ট ২০২১, জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে পালন করা হয়েছে। এদিন ব্যুরোর মূল চত্বরে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে আলোচনা সভা ও বিশেষ মোনাজাতসহ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। জেলা পর্যায়েও জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালকগণ উপস্থিত থেকে জাতীয় শোক দিবস-২০২১ পালন করেন।

১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ বিজয় দিবস উদযাপন :

১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ বিজয় দিবস যথাযথভাবে উদযাপনের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। দিবসটিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং ব্যুরো'র সম্মেলন কক্ষে দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। উক্ত পুষ্পস্তবক অর্পণ ও দোয়া মাহফিলে ব্যুরো, এর আওতাধীন 'মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)' ও 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন' কর্মসূচির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

১৭ মার্চ, ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস পালন:

১৭ মার্চ ২০২২ অত্যন্ত আনন্দের সাথে জাতির পিতার জন্মদিবস উদযাপন করা হয়েছে। এদিন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। জাতির পিতার জীবনীর বিভিন্ন দিক আলোকপাত করে আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কার্যালয়ের মাধ্যমে শিখন কেন্দ্রসমূহে শিশু দিবস পালন করা হয়।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে ২৬ মার্চ ২০২২ তারিখে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়েছে। দিবসটিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারসহ মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদদের মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির উন্নতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে স্বাধীনতা দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন করেন।

৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন :

UNESCO কর্তৃক নির্ধারিত আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২১ এর নির্ধারিত থিম 'Literacy for human-centred recovery: Narrowing the digital divide' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশেও ৮ সেপ্টেম্বর-২০২১ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঢাকা পিটিআইতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনে টকশো অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মিলনায়তনে ০৯ সেপ্টেম্বর গোলটেবিল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

৩.৬ আর্থিক ব্যবস্থাপনা: (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র রাজস্ব খাত)

২০২১-২২	বাজেট (হাজার টাকায়)	ব্যয় (হাজার টাকায়)	মন্তব্য
প্রধান কার্যালয়	৯,৮৫,৫০	৭,৮৯,৫৫	বাজেট এবং ব্যয়কৃত সম্পূর্ণ অর্থ ibas++ এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
জেলা কার্যালয়	১৬,১৩,৫০	১২,৮৬,৫৫	
মোট (প্রধান+ জেলা)	২৫,৯৯,০০	২০,৭৬,১০	

৩.৭ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (কোভিড-১৯ সময়কালীন):

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন-২০২২ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম মোট সংখ্যা	প্রশিক্ষণের তারিখ	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা	প্রশিক্ষণে উল্লেখযোগ্য বিষয়
কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের (৩য় শ্রেণি) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	২৭.০৯.২০২১	৩০ জন	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮সরকারী ক্রয় ব্যবস্থাপনা ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬, আর্থিক ক্ষমতা উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট, SDG-4 বাস্তবায়ন কৌশল Conflict Resolution (দন্দ্ব নিরোশন), দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক মটিভেশন, কোভিড-১৯, অফিস ব্যবস্থাপনা, নথি ব্যবস্থাপনা,সভা , দাপ্তরিক যোগাযোগ ও ডিজিটাল কোড এর ব্যবহার , রেকর্ড ব্যবস্থাপনা, সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯,জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন (তাত্বিক), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন (ব্যবহারিক), তথ্য অধিকার আইন-২০০৯, সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা আপীল) বিধিমালা- ২০১৮, ই ফাইলিং, পেনশন ও আনুতোষিক নির্ধারণ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন (তাত্বিক), বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন (তাত্বিক), বিভিন্ন প্রকার অবসর,
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে নব যোগদানকৃত ৬ জন সহকারী পরিচালকগণকে অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান	২৮-.০৯.২০২১ হতে ৩০.০৯.২০২১	০৬ জন	
কর্মকর্তা ও (৩য় শ্রেণি) কর্মচারীগণের কোভিড-১৯ ও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২৩.১১.২০২১	৩০ জন	
৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীগণের কোভিড-১৯ ও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২৪.১১.২০২১	৩০ জন	
প্রধান ও জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণেরকর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	৪.০১.২০২২ হতে ১০.০১.২০২২	২৯ জন	

প্রধান ও জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	২০.০১.২০২২ হতে ২৬.০১.২০২২	২৮ জন	বিভিন্ন প্রকার ছুটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮সরকারী ক্রয় ব্যবস্থাপনা ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬, আর্থিক ক্ষমতা উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট, SDG-4 বাস্তবায়ন কৌশল পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮সরকারী ক্রয় ব্যবস্থাপনা ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬, আর্থিক ক্ষমতা উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট ইত্যাদি।
প্রধান ও জেলা কার্যালয়ের (৩য় শ্রেণির) কর্মচারীগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	০১.০৩.২০২২ হতে ০৭.০৩.২০২২	৩৫ জন	
প্রধান ও জেলা কার্যালয়ের (৩য় শ্রেণির) কর্মচারীগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	২৪.০৩.২০২২ হতে ৩০.০৩.২০২২	৩৭ জন	
প্রধান ও জেলা কার্যালয়ের (৪র্থ শ্রেণির) কর্মচারীগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	২৪.০৫.২০২২ হতে ২৭.০৫.২০২২	৩৫ জন	
১জন কর্মকর্তাসহ ৩য় ও ৪র্থ কর্মচারীগণের শ্রেণিরসঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ	০৫.০৬.২০২২ হতে ০৯.০৬.২০২২	২০ জন	

সেমিনার/ওয়ার্কসপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত) :

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেনিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ''ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা'' সংক্রান্ত সেমিনার	১৮ জন
০৫ জুন ২০২২ তারিখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ''ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা'' শীর্ষক ২য় সেমিনার	৩৫ জন
১৪ জুন ২০২২ তারিখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় স্থায়ী কর্মসূচি ভিত্তিক কার্যক্রমের গুরুত্ব শীর্ষক সেমিনার	৩৫ জন

৩.৮ মনিটরিং কার্যক্রম:

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচি ৬৪ জেলার ৩৪৫টি উপজেলা, ১২টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩টি পৌরসভার মধ্যে ৬০টি জেলার ৩২৬টি উপজেলার ১২টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩টি পৌরসভায় চলমান কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক এবং ব্যুরো'র প্রধান কার্যালেয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন করছেন। এ ছাড়াও Specialized Agency হিসেবে নিয়োজিত শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত মনিটরিং টিম কর্তৃক ইতোমধ্যে, আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশণ কার্যক্রম চালু হওয়ার পর থেকে ঢাকা, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, রংপুর, সিলেট, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, খুলনা, সাতক্ষীরা, মাগুরা, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, রাজশাহী, নাটোর ও নওগাঁ জেলার কর্মসূচি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এছাড়া জয়পুরহাট, চাপাইনবাবগঞ্জ,

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, যশোর, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, রাজবাড়ি, মাগুরা এবং টাঙ্গাইল জেলার শিখন কেন্দ্রসমূহ শতভাগ পরিদর্শন করা হয়েছে।

৩.৯ তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম :

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ওয়েব পোর্টাল বাংলা ও ইংরেজিতে উন্নীত করা হয়েছে যার এড্রেস www.bnfe.gov.bd
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ওয়েব পোর্টালে 'ইনোভেশন' সেবা বক্স নিয়মিত আপডেট করা হয়েছে।
- ইনোভেশন ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত ও তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে।
- ইনোভেশন এর আওতায় ডিজিটাল সেবা ও সেবা সহজিকরণ করে ওয়েব পোর্টালের ডানদিকে লিংক করা হয়েছে।
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে।
- জাতীয় শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা কমিটির ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে।
- তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাসহ ওয়েব পোর্টালের সকল সেবা বক্স নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।
- যাবতীয় অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন বিজ্ঞপ্তি ওয়েবে প্রকাশ করা হয়।
- মন্ত্রণালয় ও জেলা পর্যায়ের সাথে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্ভাবনী ধারণা অনলাইনে নিয়মিত আহবান করা হয়।
- বিভিন্ন ডকুমেন্টারি, প্রকাশনা যথাসময়ে ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হয়।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ৩৫৮টি প্রকাশনা/বই/ডকুমেন্ট ই-লাইব্রেরির এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

৩.১০ তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়ন :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে ২০২১-২০২২ এ তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ হলো :

১) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় চাহিত ০৫টি তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

২) তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে লিফলেট প্রচার করা হয়েছে ।

৩) তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে ।

৪) তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

৫) তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ০৩টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

৬) স্ব-প্রণোদিত তথ্যের তালিকা হালনাগাদ করে ওয়েবসেইটে প্রকাশ করা হয়েছে ।

৭) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/হালনাগাদকরণ করা হয়েছে ।

৩.১১ সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর গৃহীত কর্মসূচি:

অবহিতকরণ কর্মশালা:

সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের অংশ হিসেবে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নভিত্তিক 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন' বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ পর্যায়ে আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য অবহিতকরণ কমর্শালা অনুষ্ঠিত হয়। অবহিতকরণ কর্মশালাগুলোতে স্থানীয় সংসদ সদস্য, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, সুশীল সমাজ অংশগ্রহণ করেন। অবহিতকরণ কর্মশালাগুলোতে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়।

নির্বাচিত শিখনকেন্দ্রের ক্যাচমেন্ট এরিয়া/কমিউনিটি পর্যায়ে গণসংযোগ:

নির্বাচিত শিখনকেন্দ্রের ক্যাচমেন্ট এরিয়া/কমিউনিটিতে অবস্থিত শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা, অভিভাবক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা ইত্যাদি তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করার জন্য গণসংযোগ করা হয়। প্রতিটি শিখনকেন্দ্রের জন্য ৭-১১ জন সদস্য বিশিষ্ট সিএমসি গঠন করা হয়েছে। কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা ও কেন্দ্রের কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এ কমিটির প্রতি দুই মাসে একবার সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

শিক্ষাতথ্য ও যোগাযোগ উপকরণ (IEC Materials):

সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম যেমন-ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারণা, সভা, কর্মশালা, সমাবেশ, গণজমায়েত ইত্যাদি কার্যক্রমকে সফল করার জন্য ব্রশিউর, পোস্টার, স্টিকার, লিফলেট, ডিজিটাল ব্যানার, অডিও-ভিজুয়্যাল ডকুমেন্টারি, রেডিও ফিচার, পাওয়ার-পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাতথ্য ও যোগাযোগ উপকরণ বা Information Education Communication (IEC) উপকরণ তৈরি এবং প্রচার করা হয়। 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম বিষয়ে স্পেশালাইজড এজেন্সি (এসএ) কর্তৃক তৈরিকৃত ডকুমেন্টরির লিংক:

https://www.youtube.com/channel/UCDiKkH6N5sPaYlcyFgU1piQ/videos

নিউজ লেটার প্রকাশ :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, যোগদান, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনারসহ বিভিন্ন সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশের প্রত্যয় নিয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ২০১৯ সালের জানুয়ারি-মার্চ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বার্তা নামক নিউজ লেটারের ১ম সংখ্যা প্রকাশ করা হয় যা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে।

৩.১২ করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত কর্যক্রম:

(ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র প্রবেশ পথে জীবানুনাশক টানেল স্থাপন;
(খ) সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ও আগত অতিথিবৃন্দকে থার্মাল স্ক্যানারের মাধ্যমে তাপমাত্রা পরিমাপকরণ;
(গ) করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও সচেতনতামূলক ব্যানার তৈরি;
(ঘ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও জীবানুনাশক বিতরণ;
(ঙ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করণ;
(চ) নো মাস্ক নো সার্ভিস নিশ্চিতকরণ;
(ছ) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান কার্যক্রম গ্রহণ;
(জ) জীবানুনাশক স্প্রে দ্বারা আসবাবপত্র জীবানুমুক্তকরণ;
(ঝ) করোনা প্রতিরোধক ও সচেতনতামূলক প্রচারণা নিশ্চিতকরণ;
(ঞ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণকে কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘরে বসে শিখি (আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচি) :

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য সংসদ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার এ প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক পাঠদান কর্মসূচি "ঘরে বসে শিখি" নামক প্রাচারিত অনুষ্ঠান কার্যক্রমে আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচির শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। পাইলটকৃত ০৬টি জেলার ডিসেম্বর ২০২১ মাসে 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রম অনুসরণকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২২,০৩৩জন।

৩.১৩ ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর্মসূচি :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীসহ কর্মকর্তাগণের আন্তরিক সহযোগিতা ও উদ্যোগে এবং দিকনির্দেশনায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বুরোর ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। ব্যুরোর জনবল কাঠামো শক্তিশালীকরণ, সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ও সক্ষমতার আলোকে নিয়মিত কার্যক্রম (Regular operational activities) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয় কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, সাক্ষরতা দক্ষতা ও বাজার চাহিদা অনুযায়ী জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। যার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব হবে।